CC4

বনলতা সেন

'বনলতা সেন'— অপ্রেমের আরম্ভ আর সময়ের নিশিডাক

ম্যাজিশিয়ানরা ঠিক যেমন কৌশলে তাস বদলায়। চিত্রকর সালভাদোর দালি-র শিল্পকৌশল যেন ছিল সেরকম। অবচেতনে ঘটে যেত সম্মোহনের বিপর্যাস, 'বনলতা সেন' কাব্যের বিন্যাসধর্মও অনেকটা সেরকম। সমগ্র কাব্যভাষা নিজেরই অজ্ঞাতে পাঠকের চেতনে আনে তাড়না, অবচেতনে আনে বিশ্লেষ। তবে কি অন্তর্বিন্দুসর্বস্ব অস্তিত্বের আড়ালে 'প্যারানোইয়াক ক্রিটিকাল মেথড' খেলা করে! 'বনলতা সেন' কাব্যের মাইক্রো-কনটেক্সট গুলোও পাঠকের মনে অদ্ভুত বিস্ময়ে খেলা করে।

'শিরীষের ডালপালা' কবিতায় রয়েছে —

" তার মুখ মনে পড়ে এ-রকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে; চারিদিকে রাত্রি – নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো; তবু দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হয়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।"

'সনাতন মন' - এর মধ্যে ভর করল দুটো প্রকৃতি আর ভূমা, ভূমার খোঁজে এল দূরস্মৃতি। স্মৃতির প্রত্নোদ্ধার, সম্পর্কের বহুমাত্রিক অন্বেষণ, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার কারুকাজের পরতে পরতে উঠে এল এক একটি ইমেজ। সুদর্শনা, শ্যামলী, সুরঞ্জনা, সুচেতনা কিংবা সবিতারা দেবী নাকি মানবী নাকি আদিকল্প! দার্শনিক, অথচ সম্ভ্রান্তসূচক খোলস ছেড়ে বলবেন 'মহিলা', জীবনানন্দ খুব স্পষ্ট করে আঁকলেন নতুন পদাবলী। এখানে রাধিকা জানে, তাকে মাথুরেই ফুরিয়ে যেতে হবে। ভাবোল্লাস শুধু প্রেমবিলাসীর জন্যে, প্রেমিকের জন্যে নয়। 'মিতভাষণ'-এর উপসংহারে জীবনানন্দ লিখলেন —

" তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো;
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।"

বিধ্বংসী সন্ধানে অস্তিত্বের ভেতরকার নার্সিসাসও দিশেহারা হয়ে ফুরোতে থাকে।

Scanned by CamScanner

মানুষ কখনও একই চেতনস্তরে চিরকাল বেঁচে থাকে না, কখনও সময়ের খোলসটাকে সে বাস্তব ভেবে আঁকড়ে ধরে, কখনও বা সময়ের কেন্দ্রভূমিতে সত্বর খুঁড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আসলে একনিষ্ঠ প্রেমিকই একনিষ্ঠ হন্তারক হতে পারে। অন্ধকারের উত্তেজনায় আত্মদর্শনের পদ্ধতি স্পষ্টতর হল, শব্দের চুম্বনে গাঁথা হতে লাগল আত্মা আর প্রতি-আত্মার দ্বিরালাপ। 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতায় এক অস্তিত্ব প্রথমে বলে —

"জানি আমি তোমার দু-চোখ আজ আমাকে খোঁজে না আর, পৃথিবীর পরে —"

অঘ্রাণকে সাক্ষী রেখে আর এক অস্তিত্বের প্রত্যুত্তর —

"খেতের ওপরে শব বিছোনো খড়ের
মুখে এই নিস্তব্ধতা কেমন যে — সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে
ছড়িয়ে পড়েছে জলে"

সমীকরণটা বড়ো সহজ, অস্তি = প্রেম আর নাস্তি = অ-প্রেম, সম্পর্কের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে দারুণ দ্বৈত টান, আর জীবনানন্দীয় মানসে দ্বৈততা = শূন্যতা, কবিতার শব্দগুলি যেন আদিক্যান্তির স্রোতে ভেসে চলে চিল থেকে সজারুর নিশ্বাস, প্রেমিক জানে যে, নারীই পারে জীবনের তুচ্ছতাকে সরিয়ে রেখে জাড়ির প্রান্ত থেকে চোরকাঁটা বেছে নিতে।

জীবনানন্দের 'মাল্যবান' উপন্যাসের নায়কসঙ্গী উৎপলার মনের বিপরীতে অনুভব করত অন্য স্থানের নস্টালজিয়া —

"যখন সে কলকাতার চাকরিতে ঢোকেনি, পাড়াগাঁয়ে...
শীতের জ্যোৎস্নাতে মাঠলতান... দূর ছিমলবনের...
অন্ধকারের সে সুর..." [জীবনানন্দ দাশ: 'মাল্যবান']

'বনলতা সেন' কাব্যের শব্দবিবর্তনে রয়েছে সেই অন্ধকারের সুর। সেই সুরের মধ্যেই যেন রয়েছে মৃগনাভির অসহ্য গন্ধ, উদ্‌ভ্রান্ত পাঠক চূড়ান্ত অপ্রেমে, সময়ের চ্যালেঞ্জও ভুলে সে গন্ধে মত্ত হবে, মৃত হবে আর মুক্ত হবে।